ঝিনাইদহে সপ্তাহ ব্যাপী বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন

‘পরিকল্পিত বনায়ন করি, সবুজ বাংলাদেশ গড়ি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ৭ দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে সোমবার (৪ আগস্ট) সকালে শহরের পায়রাচত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সেসময় কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা,সহকারী বন সংরক্ষক গিয়াস উদ্দিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক বনায়ন জোন ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত। এতে জেলার বিভিন্ন এলাকার সরকারি বেসরকারি ২৪ টি নার্সারী স্টল প্রদর্শণ করেছে। সুলভ মুল্যে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিক্রয় করা হবে স্টলগুলোতে।

ঝিনাইদহে টানা বৃষ্টিতে হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি পানির নিচে

ঝিনাইদহে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জেলার ছয়টি উপজেলার হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে গেছে। সদর, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, কালীগঞ্জ, হরিণাকুন্ডু ও শৈলকূপা উপজেলায় সবজি ক্ষেত, ধানের বীজতলা ও সদ্য রোপণ করা আমন ধান ডুবে গেছে।

বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় জমিতে

জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। এতে ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক কৃষক এখনও জমিতে নতুন করে ধান রোপণ করতে পারছেন না।

সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের কৃষক মাহবুবুর রহমান বলেন, “আমার দুই বিঘা জমির ধান তলিয়ে গেছে। পানি কবে নামবে জানি না। পানি নেমে গেলে আবারও ধানের চারা রোপণ করতে হবে। কিন্তু এখন চারা পাব কোথায়?”

কোটচাঁদপুরের কৃষক আশাদুল ইসলাম বলেন, “টানা বৃষ্টিতে আমার এক বিঘা জমির ধানের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে রোপণ করলেও ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে সময় লাগবে।”

মহেশপুরের রমজান আলী বলেন, “আমারসহ অনেক কৃষকের জমি ডুবে আছে। চিন্তার ভাজ কপালেÑএই বছর আমন ধান আদৌ ঘরে তুলতে পারব কিনা জানি না।”

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠি চন্দ্র রায় বলেন, “কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসনের সহায়তায় বাঁধ অপসারণের কাজ চলছে। বেশ কিছু জায়গায় সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, বাকি অংশেও কাজ চলছে।”

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার ৫০০ হেক্টর ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে গেছে।

ঝিনাইদহে জলাবদ্ধতায় বেড়েছে সাপের প্রাদুর্ভাব, সংকট এন্টিভেনমের

শ্রাবণের অতিবৃষ্টিতে ঝিনাইদহের ফসলি জমি ও খানা-খন্দ পানিতে ভরে যাওয়ায় সাপের কামড় নতুন এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেলার ৬টি উপজেলার মধ্যে শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডুতে প্রতিদিনই কয়েকজন করে সাপে কাটা রোগী আসছে হাসপাতালে। অসচেতনতার কারণে

হাসপাতালে এটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামানের নিজ উদ্যোগে দেওয়া এন্টিভেনমের এখনো ৭০ ভায়েল রয়েছে যা সাত জনের শরীরে দেওয়া যাবে। চারিদিকে পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মানুষের বাসাবাড়িতে সাপ উঠে পড়ছে। যেকারণে সাপে কাটা রোগী আসছে বেশি। বাসাবাড়িতে কার্বলিক এসিড প্রয়োগের পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

হরিণাকুুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আলমগীর হোসেন বলেন, মাঝে মাঝেই এখানে সাপে কাটা রোগী আসছে আমরা এন্টিভেনম প্রয়োজন হলে ব্যবহার করছি এখনো ১০ভায়েল মজুত আছে এবং চাহিদা দিয়েছি শীঘ্রই কিছু পাব বলে আশা করছি। গত জুলাই মাসে ৬জনকে এন্টিভেনম দিয়েছি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরকারিভাবে হাসপাতাল গুলোতে এন্টিভেনম দেওয়ার যে প্রজেক্ট ছিল সেটা গত অর্থবছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। গত জুন মাসে আমাদের ৩০ ভায়েল এন্টিভেমন দিয়েছিল। প্রতিদিনই হাসপাতালে সাপে কাটা রোগী আসে। ৩০ ভায়েল ৩ জনকে দেওয়া যায়। আমরা হাসপাতালের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০ ভায়েল আরও কিনেছিলাম তা অনেক আগেই শেষ হয়েগেছে। সরকারের নির্দেশনা আছে আমরা সর্বোচ্চ ৫০ ভায়েল পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবো। এন্টিভেনমের ১০ ভায়েলের দাম ১২৬০০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫ হাজার পর্যন্ত। সরকার না দিলে আমাদের পক্ষ থেকে কিনে রোগীদের সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

গত দুই মাসের তথ্য নিয়ে জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গত জুন মাসে সাপে কাটা রোগী এসেছে ২২জন এবং জুলাইমাসে এসেছে ৩৩ জন । এছাড়া হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এই রোগীর সংখ্যা ছিল ১২ এবং জুলাই মাসে ছিল ১১জন এর মধ্যে হরিণাকুণ্ডুতে একজন আনার আগেই মৃত্যু বরণ করে।

শৈলকুপায় ইউনিয়ন পরিষদে তালা

ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ১২নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলামসহ ৬ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বৃহস্পতিবার (৩১জুলাই) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণের জন্য কার্ড প্রদানের তালিকায় নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নেতা মহিদুল ইসলাম তার পছন্দের কিছু লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেই অনুযায়ী কার্ড না দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ২০-২৫ জন অনুসারীসহ পরিষদে হাজির হন।
এ সময় তিনি ইউনিয়ন সচিব হাফিজুর রহমানকে টেনে হিচড়ে পরিষদ থেকে তুলে নিয়ে যান। একই সঙ্গে পরিষদের ভেতরে থাকা সেবাপ্রত্যাশী ও কর্মচারীদের আটকে রেখে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। সচিবকে তুলে নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে সেনাবাহিনী ওই বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় সচিব হাফিজুর রহমানকে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই ঘণ্টা পর তালা ভেঙে ভেতরে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, পরিষদের তালা দেওয়ার ঘটনায় ৬ জন আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ছাব্দার আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক রথিন্দ্রনাথ রায়ের সাথে স্বাক্ষাত করে এধরণের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুভ্রা দাস বলেন, পরষদে তালা দিয়ে সচিবকে জোরপুর্বক তুলে নিয়ে তারা উপজেলায় আসে।

আমি ঘটনা শোনার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারি অফিসে তালা দেওয়ার অপরাধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করেছে।

ঝিনাইদহে কন্যাকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন

নিজ নিখোঁজ কন্যার ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহে এক হতভাগ্য পিতা ও তার পরিবার। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পাগলা কানাই মোড়ে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদ সম্মেলন করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের ছেলে মোঃ আব্দুল আজিজ। সাংবাদ সম্মেলনে আব্দুল আজিজ বলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় কন্যাকে ৭ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি গ্রামে বিবাহ দেয়। বিবাহ পরবর্তী তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তার বর্তমান বয়স ৫ বছর। আমার মেয়ে জোবাইদা সুখের সংসার। এই সংসারে খারাব দৃষ্টি পড়ে আমার নিজ গ্রাম বাড়ির পার্শবর্তী মৃত মল্লিক মন্ডল ছেলে আসাদুলের। আমার মেয়ে জোবাইদার সাথে বিবাহের পর প্রতারনার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলে সেটা আমরা জানতাম না। তখএফ মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে অনীহা প্রকাশ করতো। আমরা প্রায়ই সেই থেকে আসাদুল ব্লাকমেইল করে হত্যা খুন জখমের হুমকি দিয়ে বিভিন্নস্থানে নিয়ে যায় এবং ভয় দেখায় বলে তোর মা বাবা একমাত্র ভাই তাকেও হত্যা করবো। তুই কাউকে বলতে পারবি না। মেয়ে ভয়ে কিছুই প্রকাশ করতো না । আসাদুলের ভয়ে নিরুপায় হয়ে তার সাথে সংসার ছেড়ে উথলী গ্রামের শাহীন ড্রাইভারের নিকট আমার মেয়েকে চক্রান্ত করে নিয়ে যায়। সেখানে শাহীন ড্রাইভার জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে হাকিমের নিকট নিয়ে যায়। হাকিমের নিজ বাড়িতে শাহীন আমার মেয়ে জোবাইদা কে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয। মেদিনীপুরের হাকিম তার রমরমা মাদকের ব্যবসায় আমার সহজসরল মেয়েকে দিয়ে গত ৪ মাস পূর্বে একটি ব্যাগে গাঁজা দিয়ে জীবননগর থেকে বাস যোগে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গাঁজা সহ আমার সহজসরল মেয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জেল হাজতে যায়।

মহেশপুর থানা পুলিশ আমাদের বাসায় জোবাইদা গাঁজা সহ ধরা পড়েছে জানানো হলে সেখানে দেখতে যায়। মাদকবিক্রেতা চক্র আসাদুল শাহীন হাকিম আমার মেয়ের সাথে জেল খানায় দেখা করে কোন কিছু না জানানোর জন্য বলে। জোবাইদা কে জেল হাজত থেকে তারা বের করে পূনরায় তাদের অপরাধ জগতে নিয়ে যাবে বলে জানান আমার মেয়ে। আমি জেল হাজতে দেখা করতে গেলে জানান আপনারা দেখতে পারবেন না ১৫ দিন না হলে।

১৫ দিন পূর্ণ হলে জোবাইদার নিকট জানতে পারি মাদকচক্র তাকে জামিনের ব্যবস্হা করছে। মেয়ের নিকট জানতে পেরে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে জরুরী জামিনের ব্যবস্হা করি। জামিন করে আমার রায়পুর গ্রামে থাকা অবস্থায় আসাদুল বিভিন্ন মাধ্যমে জোবাইদার সাথে সম্পর্ক করতে থাকে। জানতে পেরে নিজ বাড়ি বিক্রি করে আসাদুলের কু দৃষ্টির বাহিরে জীবননগর শহরে চলে যায় মেয়ে জোবাইদা কে নিয়ে। সেখানে যাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় জোবাইদার সাথে যোগাযোগ করে আসাদুল পাচারের উদ্দেশ্যে মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী আনন্দ বাজার নামক গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে রাসেল নামে একজন ঢাকার গাড়ির সুপারভাইজার তাকে মাঠ থেকে উদ্ধার করে। রাসেল জানান ৯৩ নম্বর মোবাইল নম্বর তার মামা পরিচয় দিয়ে তাকে এই মাদক ও দেহব্যবসা সহ পাচারের জন্য ভারত পাঠাচ্ছিল আমি তাকে ধরে নিয়ে এসে রাত আমার এক চাচির বাড়িতে রেখে আসি। তারপর তাকে অনেক বুঝিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে আনন্দ বাজার থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়।

এই আসাদুল আমার মেয়ে সম্পর্কে প্রতিবেশী মামা হওয়া সত্বেও তার লালসার বলি হয়েছে। আমার মেয়ে জোবাইদা কে এই মাদকচক্র আসাদুল শাহীন হাকিম বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারত পাচারের উদ্দেশ্য গুপ্ত করে আটকে রেখেছে। আমি আমার মেয়ে জোবাইদা ফিরে পেতে চাই আপনার নিকট নিবেদন জানাচ্ছি এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার সহ আমার সহজসরল মেয়ে সংসার জীবনে পাঁচ বছরের নাবালক শিশুর মা জননী হয়ে ফিরিয়ে দেয়। এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যে আদালতে একটি মামলা দেওয়ার করেছি আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানো জারি করেছে। নারী শিশু আদালতের মামলা নং:- পিটিশন ৫৪/২০২৫।

সাংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক সাহিদুল এনাম পল্লব, সাধারণ সম্পাদক বিএম আনোয়ার

হোসেন, সবুজ মিয়া, বাবলু মিয়া, তাপস কুণ্ডু, মিশুক হাসান, এস কে কাদের, রাকিব হোসেন, লতা মিয়া, সহ আরো অনেকে।

ঝিনাইদহে ২আগস্ট পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের

আগামী ২আগস্ট ঝিনাইদহে পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, বাফুফের সহযোগিতায় জেলার বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে আগামী ২আগস্ট থেকে ফুটবল লীগ শুরু হবে। এবারের লীগে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ১০টি ফুটবল একাডেমি অংশ নিবে। ২৯ বা ৩০ আগস্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হবার কথা রয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ফুটবলের সৌন্দর্য ও খেলোয়াড়দের প্রতিভা তুলে ধরতে এবারের আয়োজন হবে আরও আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক প্রভাষক এম আক্তার মুকুল, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, নির্বাহী সদস্য নুরুদ্দিন পিকু, এ কে এম রেজাউল হাকিম পিকুল, হাসানুজ্জামান খোকো সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মাঝে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জার্সি ও ফুটবল বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে সরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।
আজ বুধবার (৩০জুলাই) বেলা ১১টায় শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ (বিকপ)।
কর্মসূচীতে জলার বিভিন্ন এলাকার কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেয়।
ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায়, বাংলাদেশ প্রি-ক্যাডেট এন্ড স্কুল ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উদয়ন বিদ্যা নিকেতন’র পরিচালক মনিরুজ্জামান মানিকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সেসময় বক্তারা বলেন, কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হলেও, বৃত্তি পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।
তারা বলেন, শিক্ষা সবার অধিকারÑকোনো শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরসাথে কিন্ডারগার্টেনসহ সকল সমমানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।

মহেশপুরে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সকালের ভাত খাওয়া নিয়ে তর্ক বিতর্কের জের ধরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) উপজেলার পলিয়ানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে ।

নিহত জামাল হোসেন (২১) একই উপজেলার কাজিরবেড় ইউনিয়নের পলিয়ানপুর গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য হযরত আলী জানান, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাত খাওয়া নিয়ে বড় ভাই উজ্জল হোসেনের সঙ্গে বিকর্তে জড়ায় ছোট ভাই জামাল। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উজ্জলের হাতে থাকা পিয়ারা কাটা ছুরি দিয়ে জামালের পেটে আঘাত করে।

এতে তিনি গুরুতর আহাত হন। খবর নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন জানান, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভাত খাওয়ার মতো অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বড় ভাই উজ্জল হোসেনের সঙ্গে ছোট ভাই জামালের তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে উজ্জলের হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে ছোট ভাই জামালের পেটে আঘাত করে।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। জামালকে উদ্ধার করে নিকটস্থ ভৈরব বাজারের একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে।

ওসি আরো জানান, নিহত জামালের বড় ভাই উজ্জল একজন ঝালমুড়ি ও পেয়ারা বিক্রেতা। তার হাতে সব সময় ধারালো ছুরি থাকতো। সেই ছুরি দিয়েই আঘাত করেছে। ঘটনার পরপরই উজ্জল পালিয়ে গেছেন। বেলা ৩টার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

ঝিনাইদহে ত্রিশ গ্রামের দশ হাজার হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে

প্রথম দর্শনে মনে হবে এযেন এক মহাসমুদ্র। চারিদিকে পানি থৈ থৈ করছে। মাঠের পর মাঠ কৃষকের ফসলী জমি ডুবে আছে। কৃষকের রোপনকৃত হাজার হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষেত পানির নিচে। এ অবস্থায় কৃষকের আহাজারী দিনকে দিন বাড়লেও পানি নিষ্কাশনের কোন উপায় নেই।

সরজমিন দেখা গেছে, ঝিনাইদহের সদর উপজেলার সাধুহাটী ও মধুহাটী ইউনিয়নে বিএডসির খননকৃত খালগুলো ভরাট হওয়ায় তা এখন কৃষকের গলার কাঁটা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পানি প্রবাহ না থাকায় মাঠের পর মাঠ ডুুবে আছে। এতে ওই এলাকার ত্রিশ গ্রামের কৃষক পড়েছে বিপাকে।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, সাধুহাটি ইউনিয়নের বংকিরা, রাঙ্গিয়ারপোতা, ডাকবাংলা, গোবিন্দপুর, ভুলটিয়া, মামুনশিয়া, চোরকোল, ওয়াড়িয়া, জীবনে, মাটিকুমরা, পোতাহাটি, মধুহাটী ইউনিয়নের শ্রীপুর, পয়াদপুর, বেড়াশূলা, জিয়ালা, বেজিমারা, ছয়ঘরিয়া, যাদবপুর, গোপালপুর, শ্যামনগর, সাগান্না ইউনিয়নের নাথকুন্ডু, ডহরপুকুর, বাথপুকুর, সাহেবনগর, এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলার শরৎগঞ্জ, আসাননগর, দশমাইল, নবিননগর, ছাইভাঙ্গা, দোবিলা গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকার কৃষকদের ভাষ্য বংকিরা গ্রামের কাজলের খাল, পয়াদপুর খাল এবং মামুনশিয়া খাল দীর্ঘদিন খনন না করায় পানি নিষ্কাশন হচ্ছে না। ফলে গত ৪/৫ বছর ধরে কৃষকরা সঠিকভাবে ফসল ফলাতে পারছে না। এ বছর টানা বৃষ্টিতে মাঠের পানি গ্রামের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বংকিরা গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলাম জানান, এ বিষয়ে তারা বিএডিসি ঝিনাইদহ দপ্তরে যোগাযোগ করলে কর্মকর্তারা সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং ভরাট হওয়া খাল খনন করা হবে বলে জানান। কিন্তু তারা আশার বানী শোনালেও কোন কাজ হয়নি। কৃষকের জীবন মান উন্নয়নের জন্য বংকিরা গ্রামের কাজলের খাল, মামুনশিয়া খাল এবং পয়াদপুর খাল খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী বলেও ওই কৃষক জানান।

রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের কৃষক আব্দুল হাকিম জানান, ১০ গ্রামের

পানি কাজল খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই পানি ভেদড়ির বিল হয়ে মামুনশিয়া খাল দিয়ে পয়াদপুর খালের মাধ্যমে চিত্রা নদীতে পড়ে। কিন্তু উৎস্যমুখ কাজলের খাল ভরাট হয়ে কচুরিপনায় ছেয়ে গেছে। ফলে পানি বের হতে পারছে না। এতে বংকিরা, গোবিন্দপুর, মোহাম্মদপুর, আসাননগর, মামুনশিয়া ও চুয়াডাঙ্গার জীবনা গ্রামের পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম মনসাদ জানান, জলাবদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরে তারা এলাকার খালগুলো খননের জন্য বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনো তিনি দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি। এলাকাবাসি দ্রুত খালগুলো সংস্কার করে কৃষকদের জনদুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষার দাবী জানান।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ বিএডিসির (সেচ) সহকারী প্রকৌশলী সৌরভ কুমার বিশ^◌াস জানান, কৃষকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি সরজমিন পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে মাঠের পর মাঠ পানিতে ডুবে আছে। পানি বের হতে পারছে না। তিনি এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। আশা করা যায় দ্রুত বিষয়টি সমাধান করতে পারবো।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা ও পলিথিন নিষিদ্ধের অভিযান

জুলাইয়ের চেতনাতে জাগ্রত করে তুলতে ঝিনাইদহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পলিথিন নিষিদ্ধ অভিযান শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা।

সোমবার সকালে শহরের দেবদারু এভিনিউতে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়। এতে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৫ জন শিক্ষার্থী। ঝাড়ু, বেলচা, কোদাল হাতে নিয়ে বিভিন্ন সড়ক, বসার স্থান ও স্থাপনা পরিস্কার করে তারা।

পরিচ্ছন্ন অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী ইলমা খাতুন জানায়, শিক্ষার্থীরা জানায়, জেলা পরিষদের সহযোগীতায় তারা ‘স্বচ্ছ শহর সজাগ ইতিহাস’ কর্মসূচীর উপর কাজ করছে। আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচী। এতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ সড়ক, স্থাপনা, স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাশাপাশি পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে সকলকে আহ্বান জানানো হবে। পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা।

শিক্ষার্থী ইলমা বলেন, “পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয়। পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।” এই কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু শহর পরিস্কার নয়, বরং পরিবেশ সচেতনতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই।